দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 FEB 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাঙ্গনে

বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা সংকট

বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যার অন্ত নেই। তবু কতগুলো সমস্যা অতি শীঘ্র সমাধান না হলে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে বিভ্রান্তিঅথবা জটিলতা দেখা দেবে এবং তার ফলাফলও ভয়ানক হয়ে দাঁড়াতে পারে। সমস্যাগুলো হলো নিম্নরূপঃ

(১) সরকারী ঘোষণা অনুসারে আসন্ন এসএসসি '৯৩ সনে প্রতি বিষয়ের ১০০ নম্বরের (গণিত ও উচ্চতর গণিনত ব্যতীত) পরীক্ষা '৯২ সনের অনুরূপ হবে অর্থাৎ রচনামূলক ৫০ নম্বর ও নৈর্ব্যক্তিক ৫০ নম্বর এবং যে কোনভাবে ৩৩ নম্বর পেলেই পাস বলে ধরা হবে। সরকারী ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক বিষয়ের প্রশ্ন হবে টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রণীত ৫০০ প্রশ্নের ব্যাংক হতে। প্রশ্ন হলো—এ বছর বাংলা ও ইংরেজীর বেলায় যেহেতু দ্রুতপঠন বদলানো আছে এবং এ বিষয়গুল্যের ৫০০ প্রশ্ন সম্বলিত কোন ব্যাংক নেই, সেগুলোর প্রশ্ন হবে কোথা থেকে? তার কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বা নির্দেশ নেই। এক্ষেত্রে শিক্ষকরা পড়াতে ও ছাত্ররা পড়তে অবশ্যই কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে বাধ্য।

(২) বাংলা ও ইংরেজীর বেলায় আরও যেহেতু দ্রুতপঠন বই-এর সংখ্যা একাধিক সেহেতু পরীক্ষকগণের পক্ষে উত্তরপত্র দেখা বা মূল্যায়ন করা অসুবিধা হবে। কারণ একজন পরীক্ষকের পক্ষে একাধিক দ্রুতপঠন বই-এর ধারণা থাকা সম্ভব নয়। এতে আরও একটা অসুবিধা হলো—প্রশ্নপত্রের আকার অনেক বড় হয়ে গেছে এবং প্রশ্নপত্রের ছাপা খরচ বেড়ে গেছে। যার ফলে, এ বছর এসএসসি '৯৩ পরীক্ষার ফি আগের বছরের তুলনায় অনেক বেশী টাকা বোর্ডে জমা দিত হয়েছে। আমার মতে, উক্ত বিষয়গুলোর জন্য একটা করে দ্রুতপঠন থাকলেই ভাল হতে পারে।

(৩) বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাবসার শিক্ষক কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অপরদিকে বেতন বাবদ যে মঞ্জুরী তাও মাসে মাসে পাচ্ছে না।

(৪) বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় পেনশন নেই। চাকুরী শেষ হলে খালি হাতে বাড়ী ফিরে যেতে হয়। যার ফলে ভাল ভাল ছাত্র শিক্ষকতা পেশায় আসতে চায় না। এমনকি হাই স্কুলের কোন কোন শিক্ষক হাই স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে প্রাইমারী স্কুলে চাকুরী নিয়ে চলে যায়। কারণ হাই স্কুলের চাকুরীর শেষে পেনশন নেই এবং চাকুরীর কোন নিশ্চয়তা নেই। আমার মতে, উক্ত শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা করা হোক অথবা তাদের চাকুরী শেষে এককালীন কিছু টাকা দানের জন্য ব্যবস্থা করা হোক।

(৫) ৬ষ্ঠ—৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী বেতন ভর্তুকি সঠিক সময়ে ও সঠিক নিয়মে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে, ছাত্র-ছাত্রী থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক কর্মচারীরা স্কুলের বেতনটাও পাচ্ছে না। তাদের বকেয়া বেতন থেকে যায়। স্কুলের উন্নয়নমূলক কোন কাজও করা যায় না।

সরকারের কাছে আকুল আবেদন—জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সমস্যাগুলোর সমাধানের ত্বরিৎ ব্যবস্থা করুন।

—মোঃ জয়নুল আবেদীন